লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, মঙ্গলবার, ২৪ এপ্রিল ২০১৮
Port Blair•Tuesday•April 24, 2018
Arthik Lipi, Page 3

ঝাড়খণ্ড থেকে 'দুষ্কৃতী' আনার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

ভোট প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা, মন্তব্য পার্থ'র

স্টাফ রিপোর্টার : মনোনয়নকে কেন্দ্র করে আবার অশান্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত। বিরোধীরা মনোনয়ন ঘিরে হিংসার জন্য সমস্ত দায় শাসকদল ও প্রশাসনের উপর চাপালেও তা মানতে নারাজ তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পাল্টা মন্তব্য, 'নানা অছিলায় বিরোধীরা ভোট প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে চাইছে।' সোমবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের মহাসচিব বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে বলেন, 'বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের কোনও জনভিত্তি নেই, কোনও সংগঠন নেই। নানা অছিলায় তারা ভোট প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে চাইছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্তব্ধ করতে চাইছে। গ্রামীণ অর্থনীতির তারা আঘাত করতে চাইছে।' আদালতের নির্দেশে সোমবার মনোনয়নের বাড়তি দিন হিসাবে ধার্য করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এদিন বেলা ১১টা থেকে মনোনয়ন জমার কাজ শুরু হয়। আর যত বেলা গড়ায় ততই বিভিন্ন জায়গা থেকে হিংসার খবর আসে। সিউড়িতে গোলাগুলিতে এক ব্যক্তির প্রাণ যায়। বেশ কয়েকজন আহতও হন। সিউড়ির ঘটনার জন্য এদিন বিজেপিকেই দায়ী করেছে

তৃণমূল। ঝাড়খণ্ড থেকে দুষ্কৃতীদের এ রাজ্যে আনা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। সিউড়ির ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বাংলায় হত্যালীলা চালানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।' রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'সিউড়িতে অশান্তি করেছে বিজেপি। তারাই গুলি চালিয়েছে। এতে আমাদের কর্মী দিলদার শেখ প্রাণ হারিয়েছেন।' বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য, 'ঝাড়খণ্ড থেকে শার্পশুটারদের এনে ঝামেলা করছে বিজেপি।' পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গলাতেও শোনা গিয়েছে একই সুর। তাঁর মন্তব্য, 'বাইরে থেকে লোক এনে রাজ্যে অশান্তি লাগানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।' বিজেপির উদ্দেশ্যে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বিজেপি যেন কোনওভাবেই মনে না করে যে, এটা উত্তরপ্রদেশ। এটা পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যের একটা ঐতিহ্য আছে, সংস্কৃতি আছে। আমরা সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু বিজেপি ধ্বংসের রাজনীতি করছে।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যে ধরণের মন্তব্য করছেন তার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তৃণমূলের মহাসচিব। তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপির রাজ্য সভাপতি যেভাবে কথা বলছেন, যে ভাষার প্রয়োগ করছেন তাতে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাকে কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যেভাবে দিলীপবাবু কথা বলছেন তাতে হার্মাদরাও হার মানবে।' বিজেপি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিতে চাইছে বলেও অভিযোগ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর দাবি, 'ইতিমধ্যেই তৃণমূলের পাঁচ কর্মী বিজেপির হাতে খুন হয়েছে।' বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'গুজরাত সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গাবাজি করছে বিজেপি। এবার বাংলাকেও অশান্ত করছে তারা। তারাই গুলি চালাচ্ছে, আবার তারাই কোর্টে যাচ্ছে। বিজেপির নাটকবাজি মানুষ সহ্য করবেন না। পঞ্চায়েত ভোটেই তারা যোগ্য জবাব পেয়ে যাবে।'

সিপিএম ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সব জায়গা থেকে সিপিএমের পাত্তাড়ি গুটিয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেই ত্রিপুরায় তাদের পাত্তাড়ি গুটিয়ে গেছে। তবুও শিক্ষা হচ্ছে না এদের। এরাও বিজেপির সুরে সুর মেলাচ্ছে। আর রাজ্যে কংগ্রেসের যারা আছেন তারা বিজেপির লেজ ধরে বাঁচতে চাইছে।'

রাজ্যের পরিস্থিতি ৩৫৬ ধারার দিকেই এগোচ্ছে : দিলীপ

রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যের যা পরিস্থিতি তাতে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগোচ্ছে। মনোনয়ন ঘিরে বিভিন্ন জেলায় অশান্তির আবহে এমনই মন্তব্য দিলীপ ঘোষের। আদালতের নির্দেশে সোমবার বাড়তি মনোনয়নের দিন ধার্য করা হয়। মনোনয়ন ঘিরে ব্যাপক অশান্তির খবর মেলে বিভিন্ন জেলা থেকে। এই প্রসঙ্গে এদিন বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্যের পরিস্থিতি যা তাতে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দিকে এগোচ্ছে। এখনই আমরা দাবি তুলছি না। তবে এরকম চলতে থাকলে এই দাবি তুলতেই হবে।

এদিন মনোনয়ন চলাকালীন শিউড়িতে এক রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়। ঝাড়খণ্ড থেকে লোক ঢুকিয়ে বিজেপি অশান্তি পাকাচ্ছে বলে অভিযোগ আনে তৃণমূল। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''এর আগেরবারও সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ ঠেকাতে পারেনি তৃণমূল। তখনও তারা অভিযোগ করেছিল ঝাড়খণ্ড থেকে লোক নিয়ে আসা হয়েছে। এত হাজার লোক এল দুটো লোককেও পুলিশ ধরতে পারল না? আজ যখন আবার সংঘর্ষ হয়েছে তখন ঝাড়খণ্ডের গল্প করা হচ্ছে। সংঘর্ষে আমাদের কর্মী মারা গেছে। ওরা বলছে ঝাড়খণ্ড থেকে লোক এসেছে। এভাবে নির্বাচন আটকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। ওরা জানে, মানুষ ভোট দেবে না। তাই, এসব করছে।''

দিলীপবাবুর দাবি, ''বাংলায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। প্রথমে দুর্নীতি চলছিল, এখন চলছে

হিংসা। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন হওয়া খুবই মুশকিল। নির্বাচন কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে। পুলিশ একেবারে নপুংসক হয়ে গেছে। কী করে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন হবে এটা নিয়ে খুব চিন্তা আমাদের। রাজ্যের পরিস্থিতি ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দিকে যাচ্ছে। আমাদের হয়তো সেই দাবিই করতে হবে। এখনই আমরা সেই দাবি করিনি। কেন্দ্রকেও জানিয়েছি। সব তথ্য হাতে তুলে দিয়েছি। এরপর আলোচনা করব। বিধায়ক, নেতারা মার খাচ্ছেন। প্রহসনের রাজনীতির সমাপ্তি কোথায় জানা নেই। আদালতে আগে আমরা গিয়েছি। পরবর্তী সময়ে আদালত, নির্বাচন কমিশন যেখানে যেখানে জানানোর দরকার সেখানে নিশ্চয়ই জানাব। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য লড়াই করব। আর সংবিধান যা যা অধিকার দিয়েছে তার সবকিছু প্রয়োগ করব।'' বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন,'' এখানে আইনকানুন বলে কিছু নেই। সরকার, পার্টি, প্রশাসন, পুলিশ সবাই এক হয়ে গিয়ে নির্বাচন ভন্ডুল করার চেষ্টা করছে। বিরোধীদের আটকাবার চেষ্টা করে নির্বাচন থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে। নির্বাচন কমিশন নিয়মরক্ষার তাগিদে মনোনয়নের দিন বাড়িয়েছে। ওরা জানত, কাউকে নমিনেশন ফাইল করতে দেওয়া হবে না। আমরাও সংঘর্ষের আশঙ্কা করেছিলাম। গত সাতদিনে যা হয়েছে তার থেকেও অবস্থা আজ। প্রায় প্রতি জেলায় বোমা পড়ছে। আমাদের একাধিক কার্যালয় ভাঙা হয়েছে। একাধিক কর্মী আহত হয়েছেন। সিউড়িতে সংখ্যালঘু নেতা মারা গিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমকেও ছাড়া হয়নি। আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিং থেকে এক মহিলা সাংবাদিককে তুলে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। এরপর তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।'' গতবার মনোনয়ন পর্ব চলাকালীন হিংসার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন দিলীপবাবু।

মনোনয়ন জমায় আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘিত, মত সূর্যকান্ত মিশ্রের

স্টাফ রিপোর্টার : আগেই আশঙ্কা ছিল, মনোনয়ন শান্তিতে হবে তো? সেই আশঙ্কা সত্যি করেই সোমবার নতুন করে মনোনয়ন শুরু হতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে হিংসার খবর মেলে। আর এতে আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করছেন সূর্যকান্ত মিশ্র।

মনোনয়ন ঘিরে অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জানান, 'বিরোধীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। মনোনয়ন ঘিরে এর আগেও অশান্তি হয়েছিল। বিরোধীদের উপর হামলা হয়েছিল। সেই হামলা আরও তীব্র হয়েছে। পঞ্চায়েত নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কিংবা সিঙ্গল বেঞ্চ যেখানেই মামলা হয়েছে তার সর্বশেষ যে রায় তা লঙ্ঘিত হয়েছে অশান্তির জেরে।'

বিরোধীদের মামলার ভিত্তিতে গত শুক্রবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের সিঙ্গল বেঞ্চ জানায়, মনোনয়নের জন্য একটি দিন ধার্য করতে হবে। নতুন করে ঘোষণা করতে হবে ভোটের সূচি। তার পরের দিন শনিবার সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সিপিএমের হয়ে রবীন দেব কমিশনে যান। তিনি কমিশনারের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন, মনোনয়ন যাতে শান্তিতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ফের আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রবীন দেব। কিন্তু সোমবার মনোনয়নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যাপক গোলমালের খবর মেলে। এদিনের অশান্তি নিয়ে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, রাজ্যের শাসকদল বিরোধীদের মনোনয়নে বাধা দিয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলায় সিপিএম কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের। তাঁর আরও অভিযোগ, মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এদিন সিউড়িতে এক রাজনৈতিক কর্মীর প্রাণ যায়। তৃণমূল ও বিজেপি উভয়েই মৃতকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করে। এই নিয়ে সূর্যকান্তর খোঁচা, 'বিজেপি ও তৃণমূল মেরুকরণের রাজনীতি করছে। রাম ও হনুমান নিয়ে এতদিন মেরুকরণের রাজনীতি করছিল। এবার মৃত্যু নিয়েও মেরুকরণের রাজনীতি দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্র চান না: অধীর

স্টাফ রিপোর্টার : মনোনয়নে অশান্তির ঘটনায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নিশানা করলেন অধীর চৌধুরি। তাঁর মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীই গণতন্ত্র চান না।' আদালতের নির্দেশে সোমবার মনোনয়ন জমার প্রক্রিয়া চলে। কিন্তু অশান্তি এড়ানো যায়নি। বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটে। বীরভূমের সিউড়িতে ব্যাপক গোলমাল বাধে। আবার মুর্শিদাবাদেও অশান্তি চরমে পৌঁছয়। সেখানে কংগ্রেস বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তীকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির মন্তব্য, 'মানুষ যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন সে কথা মাথায় রেখেই আমরা আদালতে গিয়েছিলাম। ভোটে জয়-পরাজয় থাকেই। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম, মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নিন। কিন্তু তৃণমূল যে কতটা পৈশাচিক আচরণ করতে পারে, কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার প্রমাণ মিলল আজ। সাংসদ-বিধায়কদের উপরেও তারা হামলা চালিয়েছে।' তাঁর আরও মন্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করবেন সেই আশঙ্কা তো ছিলই।

তার জন্যই আমরা কোর্টে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ প্রমাণ হল, তিনি গণতন্ত্র চান না। তিনি স্বৈরতন্ত্রের নেতৃত্ব দিতে চান।' অধীরের আরও মন্তব্য,

ফাইল চিত্র

'বিরোধীরা মার খেয়েছে। আর পুলিশ দাঁড়িয়ে তা দেখেছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই জিনিস কোনওদিন দেখিনি।' মনোনয়ন ঘিরে যে অশান্তির ঘটনা ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতেও জড়ান বিক্ষোভকারীরা।

ফের বৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার: পূর্বাভাস মতোই ফের সোমবার বৃষ্টি এল শহরে। সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। গত কয়েকদিন ধরেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধে নামতেই আছড়ে পড়ছে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি। সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়ে জানিয়েছিল সন্ধের মধ্যেই নামতে পারে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝড়। ঠিক কথামতোই বৃষ্টি এল শহরে। বৃষ্টিতে খানিকটা হলেও গরম থেকে স্বস্তি পেল কলকাতাবাসী।

স্কুলে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : স্কুলের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের অভিভাবকদের বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার স্কুল চত্বর। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে যায় বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। অভিভাবকদের দাবি, ফি কমানোর আশ্বাস দিয়েও কথা রাখেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। উল্টে হঠাৎ করেই ফি বাড়িয়ে দেওয়ায় এই বিক্ষোভ অভিভাবকদের। স্কুলে নানা ধরনের দুর্নীতি চলছে বলেও অভিভাবকদের অভিযোগ। তারা জানান, এর আগে দু'বার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়। কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি। এদিনের বিক্ষোভের জেরেই স্কুলের ভিতরে আটকে পড়েন পরিচালন কমিটির সদস্যরা।

আন্দোলনকারী অভিভাবক অলিভা রায় বলেন, প্রত্যেক বছর ফি বৃদ্ধি হচ্ছে। অথচ শিক্ষার মান বৃদ্ধি হচ্ছে না। প্রথমে বলা হল, বর্ধিত ফি দিয়ে দিন আলোচনার পর কিছু কমিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা করা হয়নি।

স্কুলের শিক্ষক শঙ্কর ব্যানার্জি বলেন, ১৮.৮ শতাংশ ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফি না বাড়ানো হলে শিক্ষকদের ডিএ, ইনক্রিমেন্ট ও বেতন দেওয়া সম্ভব হবে না। স্কুলের জন্য আগে থেকেই ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। ১৮৫০ জন অভিভাবক বর্ধিত বেতন দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ১০০ জন অভিভাবক দেননি। কিছু মানুষ এমন আচরণ করেছেন তাতে স্কুলের বদনাম হচ্ছে।

বিস্ফোরক আপ

স্টাফ রিপোর্টার: সংবিধানের ২৭৫(১) ধারা অনুযায়ী ভারতের জনজাতি সমূহের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা বলতে গিয়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সোমবার সাংবাদিক আদমি পার্টি মন্তব্য করেছে। এমন কিছু রয়েছে যেগুলি খাতায় কলমে হয়ে এসেছে কিন্তু জনসমক্ষে কোনও রাজনৈতিক দল তুলে ধরেনি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ লগ্নে কেন্দ্রীয় সরকার এই আদিবাসীর উদ্দেশে 'ট্রাইবাল সাব প্ল্যান' ঘোষণা করে এবং সেই মতো সকল বিভাগীয় মন্ত্রালয়কে তার বার্ষিক বাজেটের একটা অংশ এই খাতে নির্দিষ্ট করে বলে কেন্দ্রীয় সরকার। অন্যান্য মন্ত্রালয়ের মতো কয়লা ও খনি বিষয়ক মন্ত্রালয় বার্ষিক বাজেটের যথাক্রমে ৮.২ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ অর্থ দেশের আদিবাসী কল্যাণে খরচ করার জন্য নির্ধারিত হয়। যে দুটি মন্ত্রালয় আদিবাসী তথা জনজাতি সমাজের উপর গত ৭০ বছরে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে, সে দুটি হল কয়লা ও খনি বিষয়ক দফতর। তবে আম আদমি পার্টির অভিযোগ, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এই দুই দফতর আদিবাসীর জন্য একটি টাকাও কল্যাণমূলক কাজে খরচ করেনি। উল্টে তাদের জনজীবন বিনষ্ট করার লক্ষ্যে খরচ করছে।

জোরকদমে চলছে ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টের ফর্ম বিলি

স্টাফ রিপোর্টার: বলা যেতে পারে, জোর কদমেই চলছে ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টের ফর্ম বিলানোর কাজ। সূত্রের খবর, গত ১৬ এপ্রিল থেকেই শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। তবে নতুন কোনও পদ্ধতি শুরু করতে সময় লাগে তাই চলতি সপ্তাহের শুরু থেকেই পুরকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট বা সম্পত্তি কর ফর্ম পূরণ করিয়ে আনবেন। গত মাসেই মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় একথা জানিয়েছিলেন যে, পয়লা বৈশাখ থেকেই শুরু হবে এই প্রক্রিয়া। যেহেতু এই ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম নিয়ে মানুষের মনে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তাই সেই কথা মাথায় রেখেই এই প্রক্রিয়ার ভাবনা নিয়েছে পুরসভা। কথা মতোই চালু হল ফর্ম পৌঁছানো। প্রসঙ্গত, গত আর্থিক বছরের এপ্রিল মাস থেকে শহরে চালু

হয়েছে নতুন সম্পত্তি কর নির্ধারণ। কিন্তু পুরসভার শত চেষ্টা সত্ত্বেও নাগরিকদের কাছে এই নয়া পদ্ধতি নিয়ে কোনও উৎসাহ দেখা যায়নি। তবে চলতি বছরের বাজেটে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, করদাতার সংখ্যা বেড়েছে। প্রতিটা বরোয় আলাদা করে সচেতনতা সভা, কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অতীতে। উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ নাগরিক যেন সহজেই এই সম্পত্তি করের নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে পুরসভার অফিসে জমা দেন। পুরসভার নথি অনুযায়ী মোট করদাতার সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার। আর সময় নষ্ট না করেই পুরসভার কর্মীরাই প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইউএএ এর ফর্ম পূরণ করিয়ে আনবেন। রাজস্ব আদায়ের প্রধান উৎস হল সম্পত্তি কর। কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছরই চেষ্টা চালাচ্ছে পুরসভা। গত আর্থিক বর্ষে সম্পত্তি কর মূল্যায়নের জন্য ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ এলাকা ভিত্তিক সম্পত্তি কর পদ্ধতি চালু করেছিল কলকাতা পুরসভা। পাশাপাশি, ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টের ফর্ম পূরণ করার শেষ তারিখ ছিল ৩১ মার্চ। তবে তা আরও ছয় মাস বাড়ানো হল বলেই মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন। পুরসভার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেন নাগরিকরা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না? পুরসভা সূত্রে খবর, অনেক নাগরিক এইটা ভেবে ভয়ে রয়েছেন যে, নতুন কর পদ্ধতিতে কর অনেকটা বেড়ে যাবে। এই আতঙ্ক কাটাতে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, কর বাড়লেও কোনও ভাবে তা আগের করের ২০ শতাংশের বেশি হবে না। প্রশাসনিক পরিভাষায় যাকে ক্যাপিং বলে। অর্থাৎ কেউ যদি আগে ১০০ টাকার কর দিয়ে থাকেন, নতুন পদ্ধতিতে তার যদি ১৫০ টাকা বা তার বেশি কর ধার্য হয়, বাস্তবে তাকে দিতে হবে ১২০ টাকা। এবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম পূরণ করতে তৎপর পুরসভা।